পুলিশের ওপর হামলা করে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতাকে ছিনিয়ে নিল স্বজনরা



ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের রামুতে পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত স্বেচ্ছাসেবক লীগের এক নেতাকে হাতকড়াসহ ছিনিয়ে নিয়েছেন তাঁর স্বজন ও সহযোগীরা। এ ঘটনায় পুলিশের দুই সদস্য আহত হয়েছেন। ঘটনার দুই দিন পেরিয়ে গেলেও তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।

মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) রাতে উপজেলার কাউয়ারখোপ ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের লট উখিয়ারঘোনা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ছিনিয়ে নেওয়া দিদারুল আলম ওই এলাকার জাকের আহমদের ছেলে। তিনি কাউয়ারখোপ ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক।

পুলিশ জানায়, কক্সবাজারের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের একটি বন মামলায় (মামলা নম্বর ১১৪/১১) সাজাপ্রাপ্ত দিদারুল দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে আদালতের সাজা পরোয়ানা ছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতে এসআই মোহাম্মদ আনোয়ারের নেতৃত্বে এএসআই কোরবান আলী ও বোরহান উদ্দিন তাঁর বাড়িতে অভিযান চালান। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করলে ধাওয়া করে তাঁকে আটক করা হয়।

এসআই মোহাম্মদ আনোয়ার জানান, দিদারুলকে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর পরিবারের সদস্য ও সহযোগীসহ ৮ থেকে ১০ জন নারী-পুরুষ লাঠিসোঁটা নিয়ে পুলিশের ওপর হামলা চালান। পেছন থেকে ধাক্কা দিলে তিনি মাটিতে পড়ে যান এবং তাঁর চশমা ভেঙে যায়। এ সময় এএসআই বোরহান উদ্দিনকেও টানাহেঁচড়া করা হয়। একপর্যায়ে হামলাকারীরা পুলিশের কাছ থেকে হাতকড়াসহ দিদারুলকে ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যান।

এ ঘটনায় আহত পুলিশ সদস্যরা হলেন এসআই মোহাম্মদ আনোয়ার ও এএসআই বোরহান উদ্দিন।

রামু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে ফজলুল হক জানান, দিদারুলের পাশাপাশি তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধেও বন মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল। তাঁদের গ্রেপ্তার করতে গেলে পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া হয়। আসামি ছিনিয়ে নেওয়া ও সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পলাতক আসামিদের ধরতে বিশেষ অভিযান চলছে।